সংবাদ

তারিখ 08 JAN 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিউশন ফি নৈরাজ্য

ইচ্ছেমতো ফি নির্ধারণ নির্বিকার শিক্ষা প্রশাসন মাউশির নির্দেশনা আমলে নিচ্ছে না কেউ

রাকিব উদ্দিন

দেশব্যাপী বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টিউশন ফি, সেশন চার্জ ও ভর্তি ফি নিয়ে চলছে নৈরাজ্য। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ইচ্ছেমতো ভর্তি ও টিউশন ফি আদায় করছে। কিন্তু নির্বিকার শিক্ষা প্রশাসন। অষ্টম বেতন কাঠামোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের টিউশন ফি দ্বিগুণ বাড়িয়েছে। টিউশন ফি'র পাশাপাশি স্কুলের উন্নয়ন ফি, কল্যাণ তহবিল, পুনঃভর্তি ফি, লাইব্রেরি ব্যবহার ও ক্রীড়া ফি'সহ অন্যান্য খাতেও বাড়তি টাকা আদায় হচ্ছে।

অতিরিক্ত ফি আদায় বন্ধে সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) নির্দেশনা বা সতর্কীকরণ নোটিশ দিলেও কোন প্রতিষ্ঠানই তা আমলে নিচ্ছে না।

রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি ফি নেয়া হচ্ছে প্রায় ১২ হাজার টাকা। খিলগাঁও ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি ফি নেয়া হয়েছে প্রায় ১৭ হাজার টাকা। পাশাপাশি এই স্কুলের প্রতি শ্রেণীতে টিউশন ফি ২০০ টাকা করে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ভিকারুন নিসা নূন স্কুলেও টিউশন ফি বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে পুনঃভর্তিতে সেশন ফি এক হাজার টাকা বেশি এবং প্রতি শ্রেণীতে বেতন ১০০ টাকা বাড়তি আদায় করা হয়েছে। ধনিয়া একে হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজে সব শ্রেণীতে পুনঃভর্তি ৪০০/৫০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতি শ্রেণীর টিউশন ফি বা মাসিক বেতন ৫০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকার বাইরের বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ভর্তি ও টিউশন ফি বাড়ানো হয়েছে বা হচ্ছে।

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য মতিঝিল থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম আশরাফ তালুকদার সংবাদকে বলেন, 'আমরা শীঘ্রই সভা করে টিউশন ফি বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবো। সরকারি কর্মচারীদের বেতন বেড়েছে। এখন আমাদের শিক্ষক-কর্মচারীদেরও বেতনভাতা বাড়াতে হবে।'

ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে একাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রীর অভিভাবক জানান, 'মাসিক বেতন এক হাজার ৭০০ টাকা, যা প্রতি দুই মাসে এক সঙ্গে আদায় করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন ফি দেখিয়ে দু'মাস পরপর আদায় করা হচ্ছে প্রায় ৯ হাজার টাকা।'

এ বিষয়ে অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু বলেন, 'সরকার দায়সারা ভর্তি নীতিমালা করেছে, কিন্তু বেতন কিভাবে বাড়বে- মাসিক না বার্ষিক সে বিষয়ে কোন নীতিমালা করে না। এজন্য স্কুলগুলো ইচ্ছেমতো বেতন বৃদ্ধি করেছে।'

তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদারকি বাড়ানোর দাবি জানিয়ে বলেন, 'মাউশি কাগুজে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তারা কোন স্কুলকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।'

এদিকে বেতন ও সেশন চার্জ বৃদ্ধির প্রতিবাদে বুধবার চট্টগ্রামে সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। ওইদিন বেলা ১১টায় শহীদ মিনারে সমাবেশ এবং পরে সিটি করপোরেশন ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে বিক্ষোভকারীরা। পরে দাবি-সম্বলিত স্মারকলিপি দেয়া হয় মেয়র আজম নাছির উদ্দীনকে।

অভিভাবকরা অবিলম্বে বর্ধিত ভর্তি ফি ও বেতন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বলেন, শিক্ষা মানুষের অধিকার। কিন্তু সিটি করপোরেশনের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় দ্বিগুণ হারে ভর্তি ফি এবং বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে করে অনেকের শিক্ষাজীবন ব্যাহত হচ্ছে। অভিভাবকরা বলেন, শিক্ষা ব্যয় কম হওয়ায় নিম্ন বেসরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

বেসরকারি : শিক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের ভরসা ছিল সিটি করপোরেশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু বর্ধিত ফি'র কারণে এসব শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন হুমকিতে পড়েছে। এর লাগাম ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

জানা গেছে, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের অধীনে ৪৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৮টি কলেজ এবং ৬টি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৯০ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করে। নতুন শিক্ষাবর্ষে সিটি করপোরেশন ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি ফি দুই হাজার ৫৫০ টাকা, নবম ও দশম শ্রেণীর ভর্তি ফি দুই হাজার ৭৪০ টাকা নির্ধারণ করেছে। মাসিক বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১৫০, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে ১৬০ এবং নবম ও দশম শ্রেণীতে ২০০ টাকা, যা আগের শিক্ষাবর্ষের তুলনায় দ্বিগুণ বলে অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা।

মাউশি'র নির্দেশনা উপেক্ষিত

স্কুলে ভর্তিতে মাত্রাতিরিক্ত ফি আদায়কে 'অনভিপ্রেত' আখ্যায়িত করে ৫ জানুয়ারি একটি অফিস আদেশ জারি করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। দেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক ভর্তি কার্যক্রম প্রায় শেষ এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি'র কয়েকগুণ বেশি আদায় করার পর এই আদেশ জারি করা হয়। অফিস আদেশে সরকার কর্তৃক জারিকৃত ভর্তি নীতিমালায় উল্লেখিত ফি'র অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগের বিষয়ে বলা হয়েছে, 'কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।'

মাউশির মাধ্যমিক শাখার পরিচালক এলিয়াছ হোসেন স্বাক্ষরিত অফিস আদেশটি দেশের সকল স্কুল-কলেজের প্রধান বরাবর পাঠানো হয়েছে বলে ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাউশির উপপরিচালক (মাধ্যমিক) একেএম মোস্তফা কামাল সংবাদকে বলেন, 'আমরা নির্দেশনা জারি করেছি। যারা এই নির্দেশনা মানবে না তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে। সেটা হতে প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠান প্রধানের এমপিও বন্ধ করাও হতে পারে। অতীতেও আমরা এই ধরনের অনিয়মের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের এমপিও বন্ধ করেছি।'

ভর্তি নীতিমালায় যা আছে

নতুন ভর্তি নীতিমালায় বলা হয়েছে, ঢাকা মহানগরীর এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান ভর্তি ফি সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা, আংশিক এমপিওভুক্ত এবং এমপিওবহির্ভূত প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ আট হাজার টাকা আদায় করতে পারবে। তবে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল সেশন চার্জ, উন্নয়ন ফি, মাসিক বেতনসহ সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা আদায় করতে পারবে।